بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

সারিয়্যা কুরতা'র প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ ন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আজ একটি সারিয়্যা, [অর্থাৎ মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রেরিত যুদ্ধাভিযান]-এর উল্লেখ করব যা "সারিয়্যা কুরতা' নামে পরিচিত। এই অভিযান দশ মহররম ৬ হিজরিতে সংঘঠিত হয়। আর এই অভিযানের জন্য মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ত্রিশটি ঘোড়সওয়ারসহ কুরতার দিকে প্রেরণ করেন, তিনি (রা.) ঊনিশ রাত মদীনার বাইরে অবস্থান করেন এবং ঊনত্রিশ মুহাররম ৬ হিজরিতে মদীনায় ফিরে আসেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ইতিহাস থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিখেছেন তা হলো, ষষ্ঠ হিজরী সন মাত্র আরম্ভ হয়েছিল আর চান্দ্র পঞ্জিকার প্রথম মাস অর্থাৎ মুহাররমের প্রাথমিক দিনগুলো ছিল যখন মহানবী (সা.) নাজদবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের সংবাদ পান। এই আশঙ্কা কুরতা গোত্রের পক্ষ থেকে ছিল যারা বনু বকর গোত্রের একটি শাখা ছিল আর নাজদ অঞ্চলের যারিয়া নামক স্থানে বসবাসরত ছিল, যা মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

হুযূর আনোয়ার এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন যে, এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, তারা শত্রু জাতি ছিল; তারা মদীনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল আর তা প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ করেছিলেন। আর সেখানেও তারা এই নম্রতা প্রদর্শন করেছেন যে, নারী ও শিশুদের কিছুই করা হয় নি। এই ঘটনায় সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে লেখা আছে:

এই অভিযান অর্থাৎ কুরতা যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পথে সুমামা বিন উসাল এর বন্ধি হওয়ার ঘটনা ঘটে। একবার মহানবী (সা.)-এর একজন দূত তার এলাকায় গেলে সে সমস্ত যুদ্ধনীতিকে উপেক্ষা করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বরং একবার সে স্বয়ং মহানবী (সা.)-কেও হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামার দল যখন সুমামাকে বন্দি করে আনে তখন তারা জানতেন না, এই ব্যক্তি কে। বরং তারা তাকে কেবল সন্দেহের বশে বন্দি করেছিলেন। আর মনে হয় যেন সুমামা-ও একান্ত চতুরতার সাথে তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ পেতে দেয় নি। কেননা সে জানতো, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব অপরাধ করেছি; যদি ইসলামের এই আত্মাভিমানী সৈনিকরা এটি জানতে পারে, আমি কে– তাহলে হয়ত তারা আমার সাথে কঠোরতা করবে অথবা হত্যাই করে ফেলবে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে সে উত্তম ব্যবহার আশা করছিল। অতএব মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন মাসলামার দলের কাছে সুমামার পরিচয় অপ্রকাশিত ছিল।

মদীনায় পৌঁছে যখন সুমামাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি তাকে দেখেই চিনতে পারেন। আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তি কে? তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের কাছে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর তিনি (সা.) অভ্যাস অনুযায়ী সুমামার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন এবং এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে বলেন, খাবারের জন্য যা কিছুই প্রস্তুত আছে তা সুমামার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দাও। একই সাথে তিনি (সা.) সাহাবীদের এই নির্দেশও দেন, সুমামাকে কোনো ভিন্ন বাড়িতে রাখার পরিবর্তে মসজিদে নববীর আঙিনাতেই যেন বন্দি হিসেবে কোনো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর (সা.) বৈঠক এবং মুসলমানদের নামায ইত্যাদি যেন সুমামার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আর তার হৃদয় এসব আধ্যাত্মিক দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সে দিনগুলোতে প্রতিদিন সকালবেলা মহানবী (সা.) সুমামার কাছে যেতেন। তার খোঁজ-খবর নেবার পর জানতে চাইতেন, সুমামা বলো, এখন তোমার পরিকল্পনা কী? সুমামা উত্তর দিত, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাকে হত্যা করতে চাইলে সেই অধিকার আপনার আছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। আর যদি আপনি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে চান তাহলে আমি ফিদিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি। তিন দিন পর্যন্ত একই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) স্বয়ং সাহাবীদের বলেন, সুমামার বাঁধন মুক্ত করে দাও। সাহাবীরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেন আর সুমামা ত্বরিৎ মসজিদ থেকে বাইরে চলে যায়। সাহাবীরা ভেবেছিলেন, সে হয়ত স্বদেশের উদ্দেশ্যে ফেরত চলে যাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সুমামার হৃদয় এখন ইসলামের বশীভূত; এখন তার ওপর মহানবী (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব পড়েছে, আর ফলাফলও এটিই প্রকাশ পেয়েছে।

সে নিকটস্থ একটি বাগানে যায় এবং সেখান থেকে গোসল ইত্যাদি করে ফিরে আসে আর এসেই মহানবী (সা.)-এর হাতে (বয়আত করে) মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একটা সময় এমন ছিল যখন সমগ্র পৃথিবীতে আপনি, আপনার ধর্ম, এবং আপনার শহরের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

মুসলমান হবার পর সুমামা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার লোকেরা যখন আমাকে বন্দি করেছিলেন তখন আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এখন আমার জন্য আপনার

নির্দেশ কী? তিনি (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং দোয়া করেন আর সুমামা মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে সুমামা (রা.) ঈমানের উদ্দীপনায় কুরাইশের মাঝে প্রকাশ্যে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। (বিরোধিতা ঈমানী উদ্দীপনায় রূপ নেয়।) এই দৃশ্য দেখে কুরাইশের চোখ রক্তিম হয়ে যায় আর তারা সুমামাকে আটক করে তাকে হত্যা করার সংকল্প করে। কিন্তু একথা চিন্তা করে যে, সে ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা, আর ইয়ামামার সাথে মক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে; তাই তারা এই পরিকল্পনা থেকে বিরত হয় আর সুমামাকে গালমন্দ করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুমামার প্রকৃতিতে তখন (ঈমানের) গভীর উদ্দীপনা বিরাজ করছিল আর কুরাইশের সেসব অত্যাচার-নিপীড়ন যা তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর করত তা সবই সুমামার চোখের সামনে ভাসছিল। (তাই) তিনি মক্কা থেকে বিদায় নেবার সময় কুরাইশকে বলেন, খোদার কসম! মহানবী (সা.) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আগামীতে তোমরা ইয়ামামার অঞ্চল থেকে একটি শস্যদানাও পাবে না।

স্বদেশে ফিরে সুমামা সত্যি সত্যিই ইয়ামামা অঞ্চল থেকে মক্কাগামী সকল (বাণিজ্যিক) কাফেলার যাতায়াত বন্ধ করে দেন। আর যেহেতু মক্কার খাদ্যশস্যের একটি বৃহৎ অংশ ইয়ামামা থেকে আসত তাই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মক্কার কুরাইশ কঠিন বিপদে পড়ে যায়। স্বল্পকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই তারা বিচলিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পত্র লেখে যে, আপনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন আর আমরা আপনার আত্মীয়-স্বজন; আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তখন মক্কার কুরাইশ এতটাই বিচলিত ছিল যে, তারা কেবল পত্র লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবকেও মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবেও অনেক অনুনয়-বিনয় ও হাহুতাশ করে এবং নিজেদের বিপদের বিবরণ দিয়ে দয়া ভিক্ষা চায়। তখন মহানবী (সা.) সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে নির্দেশনা প্রেরণ করেন, কুরাইশের যেসব কাফেলার কাছে মক্কাবাসীদের খাদ্যসামগ্রী থাকবে সেগুলোকে যেন আটকে রাখা না হয়। ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ধারা পুনরায় বহাল হয় এবং মক্কাবাসীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়।

খুতবার শেষের দিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) যুক্তরাজ্য নিবাসী মুকাররম আব্দুল লতিফ খান সাহেবের জানাযা হাযের এবং পাঁচজনের জানাযা গায়েব পড়ানোর ঘোষণা দেন। যাদের মধ্যে দুজন নিষ্ঠাবান শহীদ রাওয়ালপিণ্ডী নিবাসী শ্রদ্ধেয় মনযুর আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ তাইয়্যেব আহমদ সাহেব। গত ৫ ডিসেম্বর রাওয়ালপিণ্ডীতে জামা'তের এক বিরুদ্ধবাদী তাকে কুঠারাঘাতে শহীদ করেছে, এবং ফিলিস্তিনের গাযা নিবাসী স্নেহের মাহনাদ মুয়াইয়্যেদ আবু আওয়াদ সাহেবের। তিনিও একটি ড্রোন হামলায় ২০ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক নায়েব আমীর জনাব ডাক্তার মাসঊদ আহমদ মালেক সাহেব, মরহুম মিয়াঁ মুহাম্মদ শাফী সাহেবের পুত্র জনাব শাব্বির আহমদ লোধী সাহেব এবং কাদীয়ান নিবাসী দরবেশ মৌলভী মুহাম্মদ আইয়ূব বাট সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন।

মৌলভী মুহাম্মদ আইয়ূব বাট সাহেবের স্মৃতিচারণে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার বলেন, তাঁর মা শ্রদ্ধেয়া করীম বিবি সাহেবার মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল। মরহুমের লেখা অনুযায়ী মরহুম যৌবনকালে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখেন। তাঁর মা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ধর্মের কাজ করার তৌফিক দান করবেন। ১৯৩৯ সালে মৌলভী সাহেব নিজের জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেন। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে তাঁকে ইরান যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানে পাঁচ বছর ধর্মের সেবায় রত থাকেন। অতঃপর আফগানিস্তানের কাবুলে যাবার আদেশ হয়। কাবুল গমনের উদ্দেশ্যে তিনি কোয়েটাতে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় আহমদীয়া জামা'ত কোয়েটার আমীর সাহেব তাঁকে বলেন, আপনাকে কাদিয়ান তলব করা হয়েছে। সময়টি ছিল দেশ-বিভাগের; ভারত-পাকিস্তান ভাগ হচ্ছিল। হযরত

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হিজরত করে লাহোরে অবস্থান করছিলেন। মৌলভী সাহেব যখন লাহোরে পৌঁছেন তখন তাঁকে বলা হয়, কাদিয়ান যাবার উদ্দেশ্যে এটাই শেষ ট্রাক যাচ্ছে, এরপর হয়তো আর কোনো ট্রাক যেতে পারবে না। তাই আপনি কাদিয়ান চলে যান। কাদিয়ান পৌঁছে মৌলভী সাহেব বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার ডিউটি দেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র ভারতে তবলীগি কার্যক্রমের অধীনে প্রেরিত মোয়াল্লেমদের সাথে তাঁকেও প্রেরণ করা হয়। তাঁকে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে পাঠানো হয়। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন।

হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর কর্মক্ষেত্রে থাকাকালে তিনি হোমিওপ্যাথির ডিগ্রিও লাভ করেন। তার মাধ্যমে অনেক পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করে। তার এক পুত্র ডাক্তার মাহমুদ আহমদ বাট সাহেব ও তার স্ত্রী অর্থাৎ বাট সাহেবের পুত্রবধু ডাক্তার মঞ্জু বাট ওয়াকেফে যিন্দেগী। তিনি দীর্ঘকাল ঘানায় সেবা প্রদান করেছেন আর বর্তমানে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে সেবা প্রদান করছেন। একইভাবে তার দ্বিতীয় পুত্রও ডাক্তার যিনি আমেরিকায় বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তানাদি এবং বংশধরদেরও তাঁর পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

13 December 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat